SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

নাস্তিক দর্শনে চৈতন্যচর্চা: চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন

Tapan Ruidas
Ex-Research Scholar, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math
SACT, Dr. Bhupendra Nath Dutta Smriti Mahavidyalaya,
Purba Bardhaman, West Bengal, India
Email: ruidastapan74@gmail.com

Abstract: আমার এই পত্রিকায় উপস্থাপিত বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে নাস্তিক দর্শনে চৈতন্য চর্চা। মূলত ভারতীয় দর্শনে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের আত্মা বা চৈতন্যের স্বরূপ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। চার্বাক দর্শনে দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করা হয়নি। তাঁদের নিকট দেহ টাই আত্মা। অর্থাৎ চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা রূপে স্বীকৃত। তবে চার্বাকরা চৈতন্যকে আত্মার গুণ রূপে গ্রহণ করেননি। চৈতন্যকে দেহের গুণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জগতের চারটি মৌলিক উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ নিজেরদের স্বভাব অনুসারে সংমিশ্রিত হলে দেহে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। অন্যদিকে, বৌদ্ধ দর্শনে চার্বাক দর্শনের ন্যায় চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা—এই রূপ মত স্বীকার করা হয়নি। তাঁদের মতে, আত্মা নিত্য নয়, কারণ তা চিরন্তন স্থায়ী নয়। তা পরিবর্তনশীল, অনিত্য। বলা হয়েছে যে, আত্মা হল পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। রূপ (দেহ), বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান (চৈতন্য) প্রভৃতি হল পঞ্চস্কন্ধ। এছাড়া জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, জীবই হল আত্মা। অর্থাৎ জীব ও আত্মা এক ও অভিন্ন। তবে জৈন দর্শনে দেহের অতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করা হয়েছে। যা নিত্য ও অবিনাশী। এবং চৈতন্য দেহের গুণ নয়, তা আত্মার স্বরূপ ধর্ম। জৈন মতে, দ্রব্য দুই প্রকার। অস্তিকায় ও অনস্তিকায় দ্রব্য। অস্তিকায় দ্রব্য আবার দুই প্রকার জীব ও অজীব। এই চেতনা বিশিষ্ট জীবই আত্মা।

Keywords: আত্মা, চৈতন্য, দ্রব্য, পর্যায়, গুণ, জ্ঞাতা, পুদ্গল, নাম, রূপ, পঞ্চস্কন্ধ।

ভূমিকা—

ভারতীয় দর্শনে মূলভিত্তি হল বেদ। এই বেদের প্রামাণ্যকে কেন্দ্র করে ভারতীয় পরম্পরা দুটি ধারায় বয়ে চলেছে। যথা— আস্তিক ও নাস্তিক। আস্তিক হলেন সেই সম্প্রদায়, যারা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা-বেদান্ত প্রভৃতি আস্তিক সম্প্রদায়। অন্যদিকে, নাস্তিক হলেন সেই সম্প্রদায়, যারা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না। চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আমার আলোচনার মূল বিষয় মূলত এই নাস্তিক সম্প্রদায়ের চৈতন্য বা আত্মা সম্পর্কে। চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে চৈতন্য বা আত্মার স্বরূপ এবং তাঁদের মধ্যে আত্মা সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম হল চার্বাক দর্শন। গুরু বৃহস্পতিকে এই দর্শনে প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। বৈতণ্ডিক, স্থূল ও সুশিক্ষিত নামে চার্বাকদের উপ-সম্প্রদায় ছিল। আমরা মূলত স্থূল ও সুশিক্ষিত চার্বাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো। চার্বাক দর্শনে মূল চিন্তা হল আধ্যাত্মবাদের পরিপন্থী, জড়বাদী। ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, নিত্য আত্মা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবধারা চার্বাক দর্শনে স্থান পায়নি। নাস্তিক দর্শনে চার্বাকদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মা বা চৈতন্যের দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা আত্মাকে দেখেছেন দেহের মধ্যে। দেহের অতিরিক্ত বা বাইরে নিত্য আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেননি। চার্বাক মতে, চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নেই। যেহেতু প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ। এবং সেই প্রমাণে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ তাই দেহকেই তাঁরা আত্মা বলেছেন।

অপরদিকে, বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। গৌতম বুদ্ধ হলেন এই দর্শনের

প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধদর্শনে গুরুত্ব পূর্ণ তত্ত্বগুলির মধ্যে আছে— চারটি আর্য সত্য, প্রতীত্যসমূৎপাদবাদতত্ত্ব, ক্ষণিকবাদ ও নৈরাত্মবাদ। নৈরাত্মবাদ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কেননা এই নৈরাত্মবাদ আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ। বৌদ্ধ মতে, আত্মা হল পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। এই পঞ্চস্কন্ধ হল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। অর্থাৎ বৌদ্ধ মতে, আত্মা এই পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত কিছু নয়। দেহ হল রূপ এবং বাকি চারটি নাম, সুতরাং আত্মা হল নামরূপ সংঘাত।

নাস্তিক দর্শনে আরও একটি সম্প্রদায় হল জৈন সম্প্রদায়। মহাবীর হলেন এই দর্শনের প্রবক্তা। আমাদের স্মরণের রাখা দরকার যে, এই দর্শনেও ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় না। তবে তাঁরা জৈন তীর্থঙ্করদের ঈশ্বর রূপে দেখেন। জৈন মতে, যার চৈতন্য বা বোধশক্তি আছে, তাকেই জীব বা আত্মা বলা হয়। এই চৈতন্যকে বলা হয়েছে জীবের বা আত্মার নিত্য ধর্ম। এবং কামনা, বাসনা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতিকে বলা হয়েছে জীব বা আত্মার অনিত্য ধর্ম। জৈন মতে, বলা হয়- জীব বা আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। যেহেতু আত্মার স্বরূপ ধর্ম চৈতন্য, তার উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, তাই তা নিত্য ও অপরিণামী। এবং তা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়। অর্থাৎ জৈনরা কিন্তু দেহের অতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করেন।

চার্বাক দর্শনে চৈতন্য বা আত্মা—

ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম হল চার্বাক দর্শন। বৈতণ্ডিক, স্থূল ও সুশিক্ষিত নামে চার্বাকদের উপ-সম্প্রদায় ছিল। আমরা মূলত স্থূল ও সুশিক্ষিত চার্বাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো। চার্বাক দর্শনে মূল চিন্তা হল আধ্যাত্মবাদের পরিপন্থী, জড়বাদী। ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, নিত্য আত্মা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবধারা চার্বাক দর্শনে স্থান পায়নি। তবে চার্বাক দর্শনে চৈতন্য বা আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে প্রসঙ্গগত বলা প্রয়োজন যে, চার্বাক দর্শনে নিজস্ব কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। আস্তিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁদের পূর্বপক্ষ রূপে উল্লেখ করেছেন। যেমন— রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চার্বাকদের অহংমন্য, লোক -বিভ্রান্ত কারী নির্বোধ বলা হয়েছে।[1] মহাভারতে শান্তি পর্বে চার্বাকদের কথা আছে। মানুষের জীবনে অর্থের প্রাধান্য বোঝাতে গিয়ে অর্জুন বলেছেন— "যার অর্থ আছে, তারই বন্ধু আছে, অর্থবান লোকই জগতে বিখ্যাত হন। তিনি মূর্খ হলেও জগতে বিখ্যাত হন। অর্জুনের এই বাক্য বৃহস্পতি নৈতিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন— অর্থ থাকলে বন্ধু হয়, বিদ্যা, গুণ, বুদ্ধি থাকে। আর যার অর্থ নেই, সে মৃত চণ্ডাল।"[2] আবার মহাভারতে শান্তি পর্বে বলা হয়েছে— "বসুমনা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করছেন, কীসে মানুষের ঐহিক সুখ আসে? তিনি উত্তর দিচ্ছেন— রাজা না থাকলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। মানুষের সমস্ত ধর্ম শৃঙ্খলার মানেই আছেন রাজা। তাঁর শাসনে সুখ ও সমৃদ্ধি আছে।"[3] আরও উল্লেখ আছে,

"যদি জানাতি চার্বাকঃ পরিব্রাড্ বাগ্ বিশারদঃ।
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সোহচিতিং মমঃ।।"[4]

অর্থাৎ বলা হয়েছে, দুর্যোধনের বন্ধু চার্বাক যিনি পরিব্রাজক ও বাক্যবিশারদ। দুর্যোধন বলছেন, যদি চার্বাক অন্যায় যুদ্ধে আমার শোচনীয় ও মৃত্যুর খবর জানতে পারে, তাহলে চার্বাক নিশ্চয় প্রতিশোধ নেবেন।

এছাড়া সদানন্দ যতি 'অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি' নামক গ্রন্থে পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাক মতের বর্ণনা করেছেন। মাধবাচার্য তাঁর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে চার্বাককে পূর্বপক্ষ রূপে উল্লেখ করে তাঁদের অনুমান খণ্ড নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। হরিভদ্রসুরীর 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' জয়ন্ত ভট্টের 'ন্যায়মঞ্জুরী', জয়রাশি ভট্টের 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' ও শঙ্কর ভাষ্যে প্রভৃতি গ্রন্থে চার্বাকের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালির মুখে নাস্তিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। পিতার মৃত্যুর পর ভরত রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ করলে রাম চন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ব্রাহ্মণ জাবালি রামের উদ্দেশ্যে বলেন— "পারলৌকিক ধর্মের মোহে ঐহিক সুখকে বিসর্জন

দেওয়া ঠিক নয়। এর ফলে বর্তমান জীবন দুঃখময় হয়। আর পরিণামে দেহ ত্যাগের পর সুখের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ ফল ভোক্তার দেহের অতিরিক্ত পৃথক কোন সত্তা নেই।"[5]

নাস্তিক দর্শন চার্বাকদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মা বা চৈতন্যের দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নাস্তিক চার্বাক আস্তিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে উপনিষদীয় ভাবধারার অনুসরণকারী ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা বেদান্ত দর্শনের বিরোধী। তাঁরা আস্তিকের ন্যায় দেহের অতিরিক্ত যে আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে তা তাঁরা একবারেই স্বীকার করেন না। তাছাড়া ভারতীয় শাস্ত্র সম্মত নিত্য, অবিনাশী আত্মার স্বীকৃতি দেননি। তাহলে কি তাঁরা আত্মাকে স্বীকার করেন না? বিষয়টা কিন্তু তা নয়, চার্বাক আসলে আত্মাকে স্বীকার করে ঠিকই। কিন্তু স্বীকার করার চিন্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁরা আত্মাকে দেখেছেন দেহের মধ্যে। দেহের অতিরিক্ত বা বাইরে নিত্য আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেননি। এই স্বতন্ত্র চিন্তার মূল কারণ চার্বাক দর্শনের জড়বাদী মনোভাব ও প্রত্যক্ষকে কেবলমাত্র প্রমাণ স্বীকার করার জন্য। 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে চার্বাকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"যাবজ্জিবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভূস্মীভূতস্য দেহস্য পুণরাগমনং কুত ইতি।।"[6]

অর্থাৎ যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন সুখভোগ করবে, কেউ মৃত্যুর পর সুখ ভোগ করবে তা সম্ভব নয়। কারণ দেহ একবার ভস্মীভূত হলে কোন রূপেই সেই দেহের পুনরাগমন হবে না। সুতরাং চার্বাক দর্শনে বলা হচ্ছে, দেহের বিনাশ হলে সব কিছুর পরিসমাপ্তি, আত্মারও। অর্থাৎ ঐহিক জগত ব্যতীত অন্য পরলোক জগতকে তাঁরা বিশ্বাস করে না। তাঁরা মনে করেন, সর্বদর্শনসংগ্রহকার যেমন বলেছেন—

"তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি।"[7]

অর্থাৎ এই ঐহিক জগত মূলত সৃষ্টি হয়েছে চারটি মৌলিক উপাদান থেকে। যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। জগতের সমস্ত বস্তুর মূলেই আছে এই চারটি উপাদান। এই চারটি ভূতকে বলা ভূত চতুষ্টয়। আর যেহেতু এই জড় মৌলিক উপাদান থেকে জগতের উৎপত্তি হয়, এই কারণে চার্বাককে জড়বাদী বলা হয়। তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে আমাদের দেহ টা কি দিয়ে গঠিত? এবং দেহে চৈতন্যই কীভাবে উৎপন্ন হয়? চার্বাকরা বলেছেন- আমাদের দেহ সংগঠিত হবার পশ্চাতে আছে এই চারটি জড়ীভূত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি জড়ীভূত নিজের স্বভাব অনুযায়ী একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয়। ফলে দেহের মধ্যে চৈতন্য নামক গুণের উৎপত্তি হয়। যেমন- পান, সুপারি ও চুন এদের কোনটার মধ্যে লাল রঙের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই পান, সুপারি ও চুনকে চর্বণ করলে লাল রঙের উৎপত্তি হয় বা আভা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া চাল, গুড় ইত্যাদির মধ্যে মাদকতা শক্তি থাকে না কিন্তু এদের সংমিশ্রণের ফলে কিন্তু মাদকতা বা স্পষ্ট করে বললে সুরা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ চারটি ভূত থেকে যে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এই বিষয়ে আপত্তি থাকার কথা নয়। এই রূপ চারটি জড় উপাদান থেকে চৈতন্যের সৃষ্টি হবার কারণে চার্বাক দর্শনে একে ভূতচৈতন্যবাদ বলা হয়। আর এই চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলা হয়। সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য বলেছেন—

"তৎ চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ এবাত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মানি প্রমাণা ভাবাৎ।
প্রত্যক্ষৈ প্রমাণাবাদিতয়া অনুমানাদেরনঙ্গী কারেণ প্রমাণ্যাভাবাৎ।।"[8]

অর্থাৎ চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নেই। যেহেতু প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ। এবং সেই প্রমাণে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ তাই দেহকেই তাঁরা আত্মা বলেছেন। এছাড়া বলা হয়েছে— "চৈতন্যবিশিষ্ট কায়ঃ পুরুষঃ"[9] (আত্মা)। প্রসঙ্গগত বলা দরকার যে, চৈতন্য আত্মার গুণ বা স্বরূপ নয়, তা দেহেরই গুণ। কারণ দেহ থেকেই চেতনার উদ্ভব হয়। আবার স্বীকার করা হয়েছে যে, দেহের বিনাশ হলে চেতনারও বিনাশ হয়। অর্থাৎ দেহ বিনষ্ট হলে আত্মা সেই জড়ভূতে ফিরে যায়। সুতরাং দেহের বিনাশ হলে আত্মা বলে কিছুই থাকে না। মৃত্যু হলে সমস্ত

কিছুর পরিসমাপ্তি। একেই চার্বাকরা মুক্তি বা মোক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ দেহ ভিন্ন নিত্য আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে দেহ ও আত্মা এক ও অভিন্ন। এইরূপ যে চার্বাকদের চিন্তা বা আদর্শ তাকে দেহাত্মবাদ বলা হয়।

বৌদ্ধ দর্শনে চৈতন্য বা আত্মা—

আমরা বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে কম বেশি সবাই জানি যে, বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। গৌতম বুদ্ধ হলেন এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। এই দর্শনকে সৌগত দর্শনও বলা হয়। কারণ 'সৌগত' শব্দটি এসেছে সুগত শব্দ থেকে। যার অর্থ শোভন গতি বিশিষ্ট অর্থাৎ যিনি সুখের সংসার ছেড়ে গত বা পরিত্যাগ করেছেন তিনিই সুগত। বুদ্ধদেব যেহেতু সুখের সংসার থেকে গত হয়েছিলেন তাই এই দর্শনকে সৌগত দর্শনও বলা হয়।

প্রসঙ্গগত বলা প্রয়োজন যে, বুদ্ধদেব কোন গ্রন্থ রচনা করেনি। তাঁর উপদেশ গুলি লিপিবদ্ধ করা ছিল। সেই লিপিবদ্ধ সংকলনকে বলা হয় ত্রিপিটক। মূলত তিনটি ভাগে সংকলন করা হয়েছিল। সূত্র ত্রিপিটক, যেখানে তাঁর উপদেশ ও কথোপকথন উল্লেখ ছিল। বিনয় ত্রিপিটক, এখানে মূলত বৌদ্ধ ধর্মের আচার-বিচার, ব্যবহার সম্পর্কে লিপিবদ্ধ ছিল। এবং সর্বশেষ অভিধর্ম ত্রিপিটক, যেখানে বৌদ্ধ দর্শনের দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত ছিল।

বৌদ্ধদর্শনে গুরুত্ব পূর্ণ তত্ত্বগুলির মধ্যে আছে— চারটি আর্য সত্য, প্রতীত্যসমূৎপাদবাদতত্ত্ব, ক্ষণিকবাদ ও নৈরাত্মবাদ। নৈরাত্মবাদ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কেননা এই নৈরাত্মবাদ আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ। বৌদ্ধ দর্শনে বুদ্ধদেব বলেছেন— "সৎকায় দৃষ্টি"[10] অর্থাৎ সৎ কায়ায় বিদ্যমান। এখানে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই হল সৎকায়। সুতরাং বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা হল পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। এই পঞ্চস্কন্ধ হল রূপ (দেহ), বেদনা (সুখ-দুঃখ), সংজ্ঞা (প্রত্যক্ষ) সংস্কার ও বিজ্ঞান (চৈতন্য)। 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' বলা হয়েছে- "রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞাক"[11] অর্থাৎ বৌদ্ধ মতে, আত্মা এই পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত কিছু নয়। দেহ হল রূপ এবং বাকি চারটি নাম, সুতরাং আত্মা হল নামরূপ সংঘাত। তবে মনে রাখতে হবে যে, রূপ হল একমাত্র বাহ্যিক এবং অন্য সব কিছুই মানসিক। আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধদের এই মতবাদকে নৈরাত্মবাদ বলা হয়। এই আত্মা প্রসঙ্গে 'Question of King Milinda' গ্রন্থে বৌদ্ধদের আত্মা সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। গ্রীক রাজ মিলিন্দের কাছে নাগ সেন এই আত্মার ব্যাখ্যা করেছিলেন। যখন মিলিন্দ নৈরাত্মাবাদের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। তখন রথের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে ছিলেন। নাগ সেন রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন— "আপনি কি রথে এসেছেন? রাজা উত্তর দিলেন হ্যাঁ, রথে চড়ে এসেছি। নাগ সেন বললেন— বলুন তো রথ কি? চূড়াটা কি রথ? চাকাটা কি রথ? ধ্বজাটা কি রথ? রথের প্রত্যেকটি অংশ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বললেন, না। রথের কোন পৃথক অংশই রথ নয়। রথ আসলে এই সমগ্র অংশের সমাহার বা সমষ্টি। তখন নাগ সেন বললেন— আপনি জানবেন, আত্মা বলতে পঞ্চস্কন্ধের কোন একটি অংশকে বোঝায় না, আত্মা হল এই পঞ্চস্কন্ধেরই সমাহার।"[12]

প্রকৃতপক্ষে, জগতে সকলই অস্থায়ী। স্থায়ী বস্তু বলে কিছু নেই। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, সংস্কার, সংবিদ সকল কিছুই অস্থায়ী এবং দুঃখময়। বৌদ্ধমতে, সৎ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব"[13] অর্থাৎ যার অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব আছে তাই সৎ। জগতে পরিবর্তন উৎপাদনের শক্তিই সত্তা। যে বস্তু স্থায়ী তাঁর অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব নেই। অর্থাৎ শক্তি থাকতে পারে না। ফলে জগতে সব কিছুই ক্ষণিক বা ক্ষণিক কালের জন্য স্থায়ী। কিন্তু নিত্য স্থায়ী বলে কিছু নেই। তাই আত্মাও নিত্য, শাশ্বত স্থায়ী নয়। বৌদ্ধ মতে, সদা পরিবর্তন অবস্থা সমূহের প্রবাহকে আত্মা বলা হয়েছে। স্পষ্ট করে বললে, চেতনার অবিরাম প্রবাহকে আত্মা বলা হয়। এখানে প্রবাহ বলতে ক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে— যখন আমাদের কোন অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা হয়, তখন আমাদের সাথে পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার সাথে পরিচিতি হয়। যেমন— উষ্ণতা বা শীতলতা, আলো বা অন্ধকার, সুখ বা দুঃখ, ভালোবাসা বা ঘৃণা প্রভৃতি। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন স্থায়ী অবস্থার সাক্ষাৎ হয় না।

সুতরাং পরিবর্তন শীল দৈহিক বা মানসিক অবস্থার প্রবাহকেই আত্মা বলে। উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ দর্শনে আত্মাকে চেতন কর্তা, ভোক্তা বা জ্ঞাতা হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। তবে বৌদ্ধ দর্শনে, কর্মবাদ ও পুনর্জন্মকে স্বীকার করা হয়েছে।

জৈন দর্শনে চৈতন্য বা আত্মা—

নাস্তিক দর্শনে আরও একটি সম্প্রদায় হল জৈন সম্প্রদায়। জৈন সম্প্রদায় মূলত বস্তুস্বাতন্ত্রবাদী ও বহুত্ববাদী। এছাড়া অনেকান্তবাদ এই দর্শনের অন্যতম মতবাদ। আমাদের স্মরণের রাখা দরকার যে, এই দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় না। তবে তাঁরা জৈন তীর্থঙ্করদের ঈশ্বর রূপে দেখেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এই তীর্থঙ্কররা নিজেদের চেষ্টায় মুক্ত, পূর্ণ ও সর্বজ্ঞ শক্তিমান হতে পারেন।

জৈন দর্শনে 'জৈন' শব্দটি এসেছে 'জিন' শব্দ থেকে, যার অর্থ জয়ী। মনে করা হয় যে, জৈন পুরুষরা রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিকে জয় করে মোক্ষ লাভ করে ছিলেন। তাই এই দর্শনের নাম জৈন দর্শন। বলা হয়েছে—

"জয়তি রাগদ্দীনিতি জিনাঃ সামান্যকেবলিনঃ।"[14]

এই পুরুষ বা তীর্থঙ্করের সংখ্যা চব্বিশ জন। তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ হলেন মহাবীর। মহাবীরকেই জৈন দর্শনে প্রবক্তা বলা হয়। মহাবীরের পূর্বে রয়েছে পার্শ্বনাথ। জৈন মত বা সিদ্ধান্ত মূলত প্রাকৃত ভাষায় (অর্ধ মাগধী) লিপিবদ্ধ ছিল। মনে করা হয়, প্রথম বা ষষ্ঠী খ্রিস্টাব্দে প্রথম দিকে দেবরধির সভাপতিত্বে জৈন সিদ্ধান্ত সংকলন করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গগত বলা প্রয়োজন যে, জৈন দর্শনে দুটি উপ সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। মনে করা হত যে, দ্বিগম্বরা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির। তাঁরা মনে করতেন নারীদের মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। মোক্ষ লাভ করতে হলে নারীকে পুরুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তাঁরা বলতেন, বস্ত্র যেহেতু সম্পত্তি, সম্পত্তি পরিত্যাগ করা উচিৎ। সুতরাং বস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিৎ। কিন্তু শ্বেতাম্বররা ছিল অত্যন্ত উদার প্রকৃতির। তাঁরা এই সমস্ত দিগম্বরদের মত বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, শ্বেত বস্ত্র পরিধান করা উচিৎ। এটাও বিশ্বাস করতেন নারীদের মোক্ষ লাভ সম্ভব।

জৈনদের চৈতন্য বা আত্মার আলোচনা করার পূর্বে অনেকান্তবাদ নিয়ে কথা বলা দরকার। কারণ অনেকান্তবাদে চৈতন্যের বীজ লুকিয়ে আছে। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে— 'অনন্ত ধর্মাত্মক বস্তু" বা "অনন্ত ধর্মাত্মকমেব বস্তু"[15] অর্থাৎ বস্তু অনন্তধর্মবিশিষ্ট। এবং সৎ বস্তুর লক্ষণে বলা হয়েছে— "উৎপাদ-ব্যয়-ধ্রৌব্য- যুক্তং সৎ"[16] অর্থাৎ যার উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থায়িত্ব আছে তাই সৎ। এছাড়া ধর্মের আলোচনা আসলে ধর্মীর প্রসঙ্গ আসে। এই ধর্মই হল জৈন দর্শনে গুণ। এবং ধর্মী হল দ্রব্য। দ্রব্যের লক্ষণে বলা হয়েছে- "গুণপর্যায়বৎ দ্রব্যম"[17] অর্থাৎ গুণ ও পর্যায় যুক্ত বস্তুই হল দ্রব্য। গুণ হল দ্রব্যের স্থায়ী বা নিত্যধর্ম। এবং পর্যায় হল দ্রব্যের অনিত্য বা পরিবর্তন ধর্ম। বলা হয়েছে যে, জৈন মতে এই দ্রব্যই দুই প্রকার অস্তিকায় অর্থাৎ যার বিস্তৃতি আছে। এবং অনস্তিকায় দ্রব্য অর্থাৎ যার বিস্তৃতি নেই। এই অস্তিকায় দ্রব্য আবার দুই প্রকার জীব ও অজীব। বলা হচ্ছে— "চেতনাঃ লক্ষণঃ জীবঃ"[18] বা "বোধাত্মকঃ জীবঃ"[19] অর্থাৎ অর্থাৎ যার চৈতন্য বা বোধশক্তি আছে তাকেই জীব বা আত্মা বলা হয়। এই চৈতন্যকে বলা হয়েছে জীবের বা আত্মার নিত্য ধর্ম। কামনা, বাসনা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতিকে বলা হয় জীব বা আত্মার অনিত্য ধর্ম। তবে জীব সংখ্যায় অনেক। মূলত জৈন দর্শনে দুই প্রকারের জীব বর্তমান। মুক্ত ও বদ্ধ। যারা জন্ম-মৃত্যুর বেড়াজালে অধীন তাঁরাই হলেন বদ্ধ জীব। এবং যারা জন্ম- মৃত্যুর অতীত তাঁরা হলেন মুক্ত জীব। বদ্ধ জীব আবার দুই প্রকার— স্থাবর ও ত্রস। যে জীব নাড়া চাড়া করতে পারে তাঁদের বলে ত্রস। যারা পারে না তাঁরা স্থাবর। এই স্থাবর জীব মূলত একটি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট। এদের শুধু স্পর্শ ইন্দ্রিয় থাকে। যেমন— উদ্ভিদ। এছাড়া ত্রস জীব হল বিচরণশীল। ত্রস জীব মূলত চার প্রকার— দুই, তিন, চার, পাঁচটি ইন্দ্রিয়

বিশিষ্ট। দুই ইন্দ্রিয় যুক্ত জীব হল শঙ্খ, শামুক। তিন ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব হল পিপীলিকা ও জোক। চারিটি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব হল মাছি ও মৌমাছি। সর্বশেষ পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব হল মানুষ, পশু। আমাদের আত্মা বা চৈতন্যের আলোচনা মূলত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

জৈন দর্শনে যেমন চার্বাকদের দেহাত্মবাদকে স্বীকার করা হয়নি। তেমনি বৌদ্ধদের নৈরাত্মবাদকেও অস্বীকার করা হয়েছে। জৈন মতে, চৈতন্য বা চেতনা হল আত্মার অপরিহার্য গুণ। তা নিত্য ও আত্মার স্বরূপ ধর্ম। জীবে বা আত্মার মধ্যে সর্বদা চৈতন্য বা চেতনা থাকে। যদিও তা সমান ভাবে প্রকাশ পায় না। আসলে প্রকৃতপক্ষে, জীব স্বরূপত অনন্ত শক্তি সম্পন্ন ও কেবল জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু বদ্ধ জীব বা সংসারী জীবে জ্ঞান, কর্ম ও পুদ্গুলের প্রবাহে চৈতন্য পূর্ণ রূপে প্রকাশ পায় না। তার মাত্রাভেদ থাকে। পুদ্গল হল অস্তিকায় অজীব দ্রব্য। প্রকৃতি জড় পরমাণু। কিন্তু তা নিত্য এবং অবিনাশী। এই পুদ্গালের সংযোগে স্থূল ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এবং তাদের সহযোগে জগতের উৎপত্তি। আর বদ্ধ জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবই কর্ম জনিত এই পুদ্গালের কণা দ্বারা গঠিত। কর্ম হল জড়ীয়। এই কারণে কর্ম অনুযায়ী জীব দেহ ধারণ করে এবং দেহের এই পূর্ণতা ও অপূর্ণতা অনুযায়ী চৈতন্যের মাত্রাভেদ ঘটে। তবে আত্মা কর্ম পুদ্গল অনুযায়ী দেহ ধারণ করার পর সেই দেহের আকার বা বিস্তার অনুযায়ী আত্মারও আকার বা বিস্তার হয়। অর্থাৎ সমগ্র দেহে আত্মা বা চৈতন্য অবস্থান করে বলেই দেহের সর্বাংশে অনুভূতি সম্ভব হয়। যেমন— একটি প্রদীপ অর্থাৎ শিখা পুরো ঘরকে আলোকিত করে, ঠিক তেমনি আত্মা বা চৈতন্যও তাই। অর্থাৎ আত্মা বা চৈতন্য নিজেকে ও অপরকে প্রকাশ করে। সুতরাং চৈতন্য স্বপ্রকাশ।

জৈন মতে বলা হয়, জীব বা আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। যেহেতু আত্মার স্বরূপ ধর্ম চৈতন্য। তার উৎপত্তি বা বিনাশ নেই তাই তা নিত্য ও অপরিণামী। এবং তা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়। অর্থাৎ জৈনরা কিন্তু দেহের অতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করে। ফলে তাঁরা পুনর্জন্মকেও স্বীকার করেন। বলা হয়েছে যে, আত্মা স্বরূপত বন্ধন বিহীন। দেহের জন্যই আত্মার বন্ধন। যখনই আত্মার কর্ম—পুদ্গল বিনষ্ট হয়, তখনই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। "আস্রবঃ ভবহেতু সংবরঃ মোক্ষকারণম্।"[20]

নাস্তিক চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনদের আত্মা সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা—

ভারতীয় নাস্তিক দর্শনে আত্মা নিয়ে আলোকপাত করেছেন ঠিকই। কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন নাস্তিক হলেও আত্মা সম্পর্কে ভিন্ন মত তুলে ধরেছেন। চার্বাকরা ঈশ্বর বা পরমাত্মার স্বীকার করেননি। যেহেতু চার্বাকরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। ফলে কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, স্বর্গ, নরক কোন কোন কিছুই স্বীকৃতি পায়নি। তাঁদের দর্শনে রাজাকে ঈশ্বর রূপে চিন্তা করা হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, রাজাই জগতের সর্ব শক্তিমান। আর আত্মা সম্পর্কে চার্বাকদের মত সাধারণ লোকায়তের ন্যায়। তাঁরা মনে করেন, মানুষের দেহটাই আত্মা। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ আত্মা রূপে গৃহীত হয়েছে। এবং চৈতন্যকে আত্মার গুণ রূপে স্বীকার না করে, তা দেহেরই গুণ এই রূপ মত স্বীকার করা হয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল- চার্বাক দর্শনে দেহের বাইরে অর্থাৎ দেহের অতিরিক্ত আত্মাকেও স্বীকার করা হয়নি। বলা হয়েছে, দেহের সাথেই আত্মারও বিনাশ হয়। অর্থাৎ আত্মা নিত্য ও অবিনাশী নয়। তারও পরিসমাপ্তি আছে। একেই মুক্তি বলা হয়। সর্বোপরি, চার্বাকরা পারলৌকিক জগত অপেক্ষা আমাদের ব্যবহারিক বা ঐহিক লোককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

অন্যদিকে, বৌদ্ধ দর্শনেও ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে স্বীকার করা হয়নি। তাঁরাও চার্বাকদের ন্যায় নিত্য আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। তাঁদের কাছে, স্থায়ী আত্মা বলে কিছু নেই। দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রবাহকে তাঁরা আত্মা বলেছেন। এছাড়া আরও বলেছেন যে, আত্মা হল পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। দেহ হল রূপ এবং বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হল নাম। সুতরাং আত্মা হল নামরূপ সংঘাত। তবে এই দর্শনে চার্বাকদের ন্যায় কর্মবাদকে অস্বীকার করা হয়নি। বৌদ্ধ মতে, কর্মবাদকে স্বীকার করা হয়। সাথে সাথে জন্মান্তরবাদকেও স্বীকার করা হয়।

আবার, জৈন দর্শনে উপরিউক্ত চার্বাক ও বৌদ্ধদের মতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তাঁরা চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত দেহাত্মবাদ ও বৌদ্ধ নৈরাত্মাবাদকে অস্বীকার করেছেন। জৈন মতে, অস্তিকায় দ্রব্য জীবকে আত্মা রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চার্বাকরা যেখানে চৈতন্যকে দেহের গুণ হিসাবে স্বীকার করেছেন, জৈন দর্শনে কিন্তু স্বীকার করা হয়েছে যে, চৈতন্য দেহের গুণ নয়, বরং চৈতন্য হল আত্মার গুণ, যা কিনা তার স্বরূপ ধর্ম। সাথে জৈনরা স্বরূপ ধর্মের সাথে পর্যায় রূপে আত্মার অনিত্য ধর্মের কথা বলেছেন। সুখ-দুঃখ আত্মার অনিত্য ধর্ম। আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, জৈন দর্শনে দেহের অতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে যা চার্বাক দর্শনে অস্বীকৃত। এবং চার্বাক বৌদ্ধদের মতকে বর্জন করে বলেছেন— আত্মা হল নিত্য ও অবিনাশী। তার উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভব নয়। এছাড়া তাঁরা আত্মাকে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা রূপে প্রতিপাদিত করেছেন।

References

1. সেন, দেবব্রত. (১৯৫৫), ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, পৃ. ০২
2. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ. (১৯৯৮) দণ্ডনীতি (প্রাচীন ভারতীয় রাজশাস্ত্র), কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২১-২২
3. অহমেদ, শামিম. (২০২০) মহাভারতে নাস্তিকতা, কলকাতা: আনন্দ প্রকাশনা, পৃ. ৪৪।
4. তদেব, পৃ. ৪৪
5. চট্টোপাধ্যায়, ললিকা. (১৯৬৯), চার্বাক দর্শন (রূপরেখা), কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, পৃ.
6. পাল, শ্রী মহেশচন্দ্র(সংকলিত ও প্রকাশিত). (১৯৫০), সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, কলকাতা: উপনিষৎ কার্য্যালয়, পৃ. ০২
7. তদেব, পৃ. ০৩
8. তদেব, পৃ. ০৩
9. চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ. (১৯৯৭), ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: দি ঢাকা স্টুডেনন্টস্ লাইব্রেরী, পৃ. ৫১
10. অহমেদ, শামিম. (২০২০) মহাভারতে নাস্তিকতা, কলকাতা: আনন্দ প্রকাশনা, পৃ. ৭৩
11. পাল, শ্রী মহেশচন্দ্র(সংকলিত ও প্রকাশিত). (১৯৫০), সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, কলকাতা: উপনিষৎ কার্য্যালয়, পৃ. ৪৩
12. চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ. (১৯৯৭), ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: দি ঢাকা স্টুডেনন্টস্ লাইব্রেরী, পৃ. ১১৩
13. পাল, শ্রী মহেশচন্দ্র(সংকলিত ও প্রকাশিত). (১৯৫০), সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, কলকাতা: উপনিষৎ কার্য্যালয়, পৃ. ২০
14. চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ. (১৯৯৭), ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: দি ঢাকা স্টুডেনন্টস্ লাইব্রেরী, পৃ. ৫০
15. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র. (১৯৯৬), ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১০৯
16. অহমেদ, শামিম. (২০২০) মহাভারতে নাস্তিকতা, কলকাতা: আনন্দ প্রকাশনা, পৃ. ১৩১
17. পাল, শ্রী মহেশচন্দ্র(সংকলিত ও প্রকাশিত). (১৯৫০), সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, কলকাতা: উপনিষৎ কার্য্যালয়, পৃ. ৭৯
18. তদেব, পৃ. ৯৬
19. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র. (১৯৯৬), ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১১৮
20. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র. (১৯৯৬), ধর্মদর্শন, কলকাতা: বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৬৮

———